AKASHVANI (Kolkata)
Regional News Unit

Date : 20-05-24 **Desk in Charge :**

Time : 7-50 PM **Compiling :**

Morning /Day /Evening **National/ Regional/ General**

Opening Announcement – আকাশবাণী / খবর পড়ছি –

বিশেষ বিশেষ খবর –

১/ লোকসভা নির্বাচনের পঞ্চম দফায় দেশের ৪৯ টি আসনে গড়ে ভোট পড়েছে ৫৭ দশমিক ৪/২ শতাংশ। # ভোটদানের হার সবচেয়ে বেশি পশ্চিমবঙ্গে- ৭৩ শতাংশ।

এরাজ্যের সাতটি আসনে বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ঘটনা ছাড়া মোটের ওপর ভোট গ্রহণ শান্তিপূর্ণ ছিল বলে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে। বিভিন্ন ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছে ৯০ জন।

২/ পঞ্চম দফার ভোটের দিনেই শীর্ষ বিজেপি নেতা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঝাড়গ্রামে এক জনসভায় আবারো বলেছেন, সন্ন্যাসীদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের জেরে দুষ্কৃতীদের সাহস বাড়ছে। # অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ খন্ডন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, কোনো প্রতিষ্ঠান নয়, ব্যক্তি বিশেষের কথা বলা হয়েছে।
মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের প্রেক্ষিতে ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ, তাঁকে মানহানির নোটিস পাঠিয়েছেন।
৩/ কলকাতা হাইকোর্ট, বিজেপির দুটি বিতর্কিত নির্বাচনী বিজ্ঞাপনের ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়েছে ।
৪/ নিম্নচাপ অক্ষরেখার ও ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টি হচ্ছে। # বুধবারের পর থেকে ঝড় বৃষ্টি বাড়ার পূর্বাভাস।
****

লোকসভা নির্বাচনের পঞ্চম দফায় দেশের ৪৯ টি আসনে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত গড়ে ভোট পড়েছে ৫৭ দশমিক ৪/২ শতাংশ।

এর মধ্যে ভোটদানের হার সবচেয়ে বেশি পশ্চিমবঙ্গে- ৭৩ শতাংশ। এরাজ্যের ৭ টি আসনের মধ্যে আবার সবচেয়ে বেশী ভোট পড়েছে হুগলীর আরামবাগে-৭৬ দশমিক ৯/০ শতাংশ। এছাড়া বনগাঁয় ৭৫ দশমিক ৭/৩, উলুবেড়িয়ায়- ৭৪ দশমিক ৫/০, হুগলীতে ৭৪ দশমিক ১/৭ এবং শ্রীরামপুরে ৭১ দশমিক ১/৮ শতাংশ ভোট পড়ার খবর মিলেছে। ব্যারাকপুর ও হাওড়া দুটি লোকসভা কেন্দ্রেই বিকেল ৫'টা পর্যন্ত ভোটের হার ৬৮ দশমিক ৮/৪ শতাংশ। সন্ধ্যে ৬'টা পর্যন্ত ভোট হওয়ার কথা থাকলেও, অনেক জায়গায় তারপরেও ভোটারদের লাইন চোখে পড়ে।

অবাধ ও সুষ্ঠু ভোট গ্রহণ সুনিশ্চিত করতে ব্যপক নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বৃষ্টির জন্য কয়েকটি জায়গায় ভোট গ্রহণ পর্ব কিছুটা ব্যহত হলেও, বৃষ্টি মাথায় নিয়েই ভোটদাতারা বুথে যান।

বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ঘটনা ছাড়া মোটের ওপর ভোট পর্ব শান্তিপূর্ণ ছিল বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব বলেছেন, বিভিন্ন ঘটনায় রাজ্য মোট ৯০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

(বাইট- আরিজ আফতাব)

****

উত্তর ২৪ পরগণার জগদ্দল বিধানসভার ছোট শ্রীরামপুর এলাকার বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। ব্যারাকপুরের বিজেপি প্রার্থী বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং-এর মুখ্য নির্বাচনী এজেন্ট প্রিয়াঙ্গুর অভিযোগ, ২৩৩, ২৩৪ ও ২৩৫-এই তিনটি বুথে তৃণমূল কংগ্রেস রিগিং করছে- এই অভিযোগ পেয়ে তাঁরা সেখানে গেলে দুষ্কৃতীরা তাঁদের ওপর চড়াও হয়। তাঁদের মারধোর ও গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। প্রিয়াঙ্গুবাবুর ভাই'ও আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের অধীন **টিটাগড়ের ১৫** নম্বর ওয়ার্ডে'ও অর্জুন সিংকে কালো পতাকা দেখিয়ে 'গো ব্যাক' স্লোগান দেওয়া হলে, তিনি উত্তেজিত হয়ে তেড়ে যান। তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলার সোনু সাউ-এর সঙ্গে বচসায় জড়ান অর্জুন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে কেন্দ্রীয় বাহিনী লাঠিচার্জ শুরু করে। খবর পেয়েই পৌঁছে যান ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি সেন্ট্রাল। তিনিও লাঠি হাতে পরিস্থিতি সামাল দেন।

ব্যারাকপুর কেন্দ্রের অন্যান্য এলাকার ভোট চিত্র নিয়ে আমাদের প্রতিনিধি জানাচ্ছেন-

(ভিসি-অভিরূপ ভট্টাচার্য)

উত্তর ২৪ পরগণার'ই গারুলিয়া পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপির ক্যাম্প অফিস ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল কংগ্রসেরে বিরুদ্ধে।

ব্যারাকপুর পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের মন্ডল পাড়া এলাকায় বিজেপি নেতা কৌস্তভ বাগচীকে ঘিরে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা বিক্ষোভ দেখান বলে অভিযোগ। তাঁর গাড়িতে ঢিল মারা হলে কাঁচ ভেঙে যায়। এই ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আমডাঙার ৬৮ নম্বর বুথে ভোট দিয়ে ফেরার পথে দুষ্কৃতীদের হামলায় গুরুতর জখম হন মাসুদুর রহমান নামে এক CPIM কর্মী। তাকে প্রথমে আমডাঙা গ্রামীণ হাসপাতালে এবং তারপর বারাসাত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানেও অভিযোগের আঙ্গুল উঠেছে শাসকদলের বিরুদ্ধে।

আমডাঙার'ই বড়গাছিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুটি বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট করায় বলে স্থানীয় ভোটদাতারা তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী পার্থ ভৌমিকের কাছে অভিযোগ করেন। পার্থবাবু এই ঘটনায় নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছেন। অন্যদিকে, বনগাঁর কুমুদিনী গার্লস হাইস্কুলের দুটি বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী বিজেপির হয়ে কাজ করছে বলে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বিশ্বজিত দাসের অভিযোগ।

বনগাঁ লোকসভার ভোট নিয়ে আমাদের জেলা সংবাদদাতা জানাচ্ছেন-

(ভিসি- পল্লব ঘোষ)

হাওড়ার লিলুয়ায় ১৭৬ নম্বর বুথের প্রিসাইডিং অফিসার গৌতম মান্নাকে চড় মারার ঘটনায় সাময়িকভাবে ভোট প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। এই ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ ওঠায় প্রিসাইডিং অফিসারকে সরিয়ে দেয় নির্বাচন কমিশন। এব্যাপারে কমিশন একশন টেকেন রিপোর্ট বা কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, সে সংক্রান্ত রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে।

হাওড়া ও উলুবেরিয়ার কয়েকটি এলাকা থেকেও অশান্তির খবর মিলেছে। উনশানির গরফায় তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি কর্মী সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে এলাকা রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে। হাওড়ার বিজেপি প্রার্থী রথীন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে হামলা চালানো হয় বলে তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ। পাল্টা শাসক দলের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ করেছে বিজেপি।

উদয়নারায়ণপুরে পেঁড়ো থানা এলাকার দুটি বুথ থেকে কংগ্রেস এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ করছেন উলুবেরিয়ার কংগ্রেস প্রার্থী আজাহার মল্লিক।

পাঁচলায় CPIM-এর ক্যাম্প অফিস ভাঙচুর করার অভিযোগ আনা হয়েছে শাসক দলের বিরুদ্ধে।

হুগলীর আরামবাগের মায়াপুর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের শুড়িরডাঙা এলাকায় শাসকদলের বিরুদ্ধে ভোট দিতে যাওয়ার সময়ে বাধা এবং ভোট দিয়ে ফেরার পথে বেধরক মারধরের অভিযোগ করেছেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। হুগলী, আরামবাগ ও শ্রীরামপুরের ভোট নিয়ে আমাদের প্রতিনিধি জানাচ্ছেন-

(ভিসি- অভিজিৎ)

****

তৃণমূল কংগ্রেসের আক্রমণ সত্ত্বেও মানুষ শান্তিপূর্ণ পথে ভোট দিয়েছে বলে বিজেপি দাবি করেছে। কলকাতায় আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে দলের

রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, তৃণমূল কংগ্রেস ভয় পেয়ে সাধারণ ভোটারদের আটকানোর চেষ্টা করেছে। তা সত্ত্বেও মানুষ কেন্দ্রে স্থায়ী নির্ণায়ক সরকার গড়ে তোলার লক্ষ্যে, ভোট দিয়েছেন।

****

রাজ্যের ৭'টি আসনের ভোট পর্ব নিয়ে আজ শুনবেন সংবাদ বিভাগের বিশেষ আলোচনা 'জনমত -২০২৪, পঞ্চম দফার ভোট'। এতে অংশ নিচ্ছেন দুই সাংবাদিক অমল সরকার ও জয়ন্ত বসু। সঞ্চালনায় শঙ্কর মুখোপাধ্যায়।

স্থানীয় সংবাদের পরই ৮'টা ৫ থেকে গীতাঞ্জলী, ১০৭ মেগাহার্টজ প্রচার তরঙ্গ এবং আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় অনুষ্ঠানটি শোনা যাবে।

****

পঞ্চম দফার ভোটের দিনেই ষষ্ঠ দফার জন্য প্রচারে শীর্ষ বিজেপি নেতা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ আবারো এরাজ্যে আসেন।

দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য তমলুকে যেতে না পেরে তিনি ঝাড়গ্রামে দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে এক জনসভায়, তৃণমূল কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করেন। হিংসা ও সন্ত্রাস পশ্চিমবঙ্গে এখন খুবই স্বাভাবিক বলে দাবী করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভোট ব্যাঙ্কের স্বার্থে শাসক দল অনুপ্রবেশকারীদের এরাজ্যে আশ্রয় দিচ্ছে। বাংলার মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিছে না, আর সেই কারণেই শাসক দল কখনো বিজেপির বিরুদ্ধে মন্তব্য করছে, কখনো মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে বলে তাঁর দাবী। প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনে ভরাডুবি নিশ্চিত জেনে এখন INDIA জোটের সঙ্গে আছেন বলে দাবী করছেন, কিন্তু এই জোটে ভাঙনের কাউন্ট ডাউন শুরু হয়ে গেছে, ভোটের ফল প্রকাশের দিন তা' সম্পূর্ণ হবে।

(বাইট- নরেন্দ্র মোদী/ INDIA জোট)

রামকৃষ্ণ মিশন, ইস্কন ও ভারত সেবাশ্রম সংঘ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক মন্তব্যের আজ'ও সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যেই

দুষ্কৃতীদের সাহস আরো বাড়ছে বলে তিনি জানান। কিন্তু বাংলার মানুষ এই অসম্মান সহ্য করবে না।

অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আজ প্রধানমন্ত্রীর এই অভিযোগ খন্ডন করে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে এক জনসভায় বলেছেন, কোনো প্রতিষ্ঠন নয়, ব্যক্তি বিশেষের কথাই বলেছেন তিনি।

(বাইট- মমতা ব্যানার্জি)

****

মুর্শিদাবাদের ভারত সেবাশ্রম সংঘের সেক্রেটারি স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ, তাঁর সম্মানহানির চেষ্টা করা হচ্ছে- এই অভিযোগ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে মানহানির নোটিস পাঠিয়েছেন। শুক্রবারের মধ্যে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই আইনী নোটিসের জবাব চেয়েছেন। স্বামী প্রদীপ্তানন্দ ওরফে কার্তিক মহারাজের আইনজীবীর পাঠানো চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রীর আনা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। নোটিশ পাওয়ার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীকে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা এবং বিবৃতি প্রত্যাহার এবং এই ধরনের মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকার আবেদন করা হয়েছে। চিঠি পাওয়ার ৪ দিনের মধ্যে জবাব না পেলে তাঁর মক্কেল ফৌজদারি মামলা সহ পরবর্তী পদক্ষেপের কথা ভাববেন বলেও চিঠিতে জানিয়েছেন আইনজীবী।

এদিকে, কার্তিক মহারাজে বলেছেন, তিনি যে কোনো রাজনৈতিক দলের হয়ে কাজ করছেন, তা' প্রমাণিত হলে যেকোনো শাস্তি মাথা পেতে নেবেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর কথা বলছেন বলেও, মহারাজের দাবী।

উল্লেখ্য, গত শনিবার আরামবাগের গোঘাটে এক জনসভায় রামকৃষ্ণ মিশন ও ভারত সেবাশ্রমের কয়েকজন সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে 'রাজনীতি' করার অভিযোগ করেছিলেন তৃণমূল নেত্রী। তাঁর এই বক্তব্যকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তুমুল আলোড়ন শুরু হয়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এর তীব্র সমালোচনা করে বলেন, ভোট ব্যাঙ্ককে সন্তুষ্ট করতেই এধরণের ধর্মীয় ও সেবা প্রতিষ্ঠানকে সরাসরি আক্রমণ করছেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেছেন, কারো সমানহানি করা হয়েছে মনে হলে, তিনি আইনগতভাবে জবাবদিহি চাইতেই পারেন। প্রত্যেকেরই সেই অধিকার আছে।

(বাইট- অধীর চৌধুরী)

****

ভারত সেবাশ্রম সংঘ সহ সনাতনী অন্যান্য সেবা প্রতিষ্ঠানের সাধু সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে আজ প্রতিবাদও ধিক্কার মিছিল বের করা হয় মুর্শিদাবাদের সদর শহর বহরমপুরে ও সুতির ঔরঙ্গাবাদে। গতকাল বেলডাঙার পর আজ আবার জেলার গুরুত্বপূর্ণ দুটি জনপদে এই মিছিল সাড়া ফেলে।

****

বিজেপির বিতর্কিত নির্বাচনী বিজ্ঞাপনের ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। আপাতত আর কোনো সংবাদমাধ্যমে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া যাবে না বলে আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে। বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য্য আজ এই অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়ে বলেন, বিজ্ঞাপন নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগের ভিত্তিতে, নির্বাচন কমিশনের আরও আগে পদক্ষেপ করা উচিৎ ছিল।

উল্লেখ্য, বিজেপির ঐ বিজ্ঞাপন নিয়ে কমিশনের কাছে আপত্তি জানায় তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু কমিশন প্রথমে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ। এরপর আদালতের দ্বারস্থ হয় দল। তবে ইতোমধ্যেই তৃনমূলের অভিযোগে সাড়া দিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে শোকজ করেছে কমিশন। আগামীকাল বিকেল ৫টার মধ্যে তাঁকে এর জবাব দিতে হবে।

****

কোচবিহারের গীতলদহ উচ্চ বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা কন্যাশ্রীর টাকা না পেয়ে স্কুলের বিরুদ্ধে গাফিলিতির অভিযোগ তুলে পথ অবরোধ করে আজ বিক্ষোভ দেখান। গীতলদহ রাজ্য সড়ক অবরোধ করে এই বিক্ষোভের জেরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। ছাত্রীদের অভিযোগ, কন্যাশ্রী প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের টাকা না পাওয়ায় তারা দ্বিতীয় পর্যায়ের ফর্ম ফিল আপ করতে পারছেন না। এর জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষের সম্পূর্ণ গাফিলতি রয়েছে।

পরে দিনহাটা থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

****

উত্তরপ্রদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল থেকে পুর্ব বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত নিম্নচাপ অক্ষরেখার প্রভাবে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় একটি ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হয়েছে। এটি এখন উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন উত্তর-ওড়িশা পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে সমুদ্রতলের প্রায় তিন কিলোমিটার ওপরে অবস্থান করছে। এর জেরে আগামী বুধমার ২২শে মে নাগাদ দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের সৃষ্টি হতে পারে। সেটি আরো উত্তর পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে শুক্রবার ২৪শে মে সকাল নাগাদ গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বজ্র-বিদ্যুৎ সহ ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, দুই ২৪ পরগণা, পূর্ব বর্ধমান, নদীয়া, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে আজ ঝড়-বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করা হয়। ঘন্টায় ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যাবে।

দক্ষিণবঙ্গের অন্য জেলাগুলিতেও বৃষ্টি এবং ঘন্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

মৎসজীবিদের বৃহস্পতিবার ২৩শে মে থেকে মধ্য বঙ্গোপসাগর এবং ২৪শে মে থেকে উত্তর বঙ্গোপসাগর পাড়ি না দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কালিম্পং-এ আজ ও আগামীকাল ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

****